কলকাতায় উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি বিচার বিভাগীয়

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ এর সি. আর. আর. ১৯৩৫

উত্তম দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী প্রতীপ কুমার চ্যাটার্জি
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী অভিষেক সিনহা
শুনানির তারিখ	২৮.০৬.২০২৩,০৪.০৭.২০২৩,১৭.০৭.২০২৩
বিচারঃ	২৬.০৯.২০২৩

বিচারপতি,অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১। তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন রায়ের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয় এবং ০১.০২.১৪ তারিখের আদেশটি অতিরিক্ত জেলা জজ, বীরভূমের দ্বারা পাস হয়েছে৷ রামপুরহাট, ২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪ -এ যা ২৭.০২.১৩ তারিখের রায়কে সংশোধন করেছে বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, রামপুরহাট জি.আর. মামলা নং ১৮০/৯৫ ময়ুরেশ্বর পি.এস. মামলা নং ৩৭/৯৫ এখানে আবেদনকারীকে ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার নির্দেশ দেয় ভারতীয় দণ্ডবিধি।

২। ২৩.০৪.৯৫-এ মহাদেবপুর গ্রামের প্রয়াত ভগিরত মন্ডলের স্ত্রী নিয়তি মণ্ডল, পি. ও.-কোলেশ্বর, পি. এস.-ময়ুরেশ্বর, জেলা-বীরভূম, দায়ের করেছেন একটি লিখিত অভিযোগ, অফিসার-ইন-চার্জ, ময়ুরেশ্বর পি. এস. অভিযোগ করেছেন

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে ১৩.০৪.৯৫-এ বেলা প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে যখন তার মেয়ে যাচ্ছিল ঠাকুরপুকুরে স্নান করার জন্য, শ্রী লাখী দাসের পুত্র উত্তম দাসকে জোর করে তার মেয়ের বিনয়ের উপর রেগে যায় যা সে গ্রামবাসীদের জানায়। লাখী দাস, বিষয়টি গ্রামবাসীদের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেন। গ্রামবাসীদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা যা বাস্তবায়িত হয়নি সেখানে একটি ছিল অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব।

৩। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ময়ুরেশ্বর পি. এস. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অধীনে ময়ুরেশ্বর পি. এস. কেস নং. ৩৭/৯৫ তারিখ ২৩.০৪.৯৫ নামে একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।

৪। তদন্ত শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারার অধীনে চার্জশিট জমা দেয় যার চার্জশিট নম্বর ৩৮ তারিখ ২৫.০৫.৯৫। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল যখন সে দোষী না হওয়ার আবেদন করে এবং বিচারের দাবি করে।

৫। প্রসিকিউশন তার মামলা প্রমাণ করার জন্য ভুক্তভোগী মেয়ে এবং তার মা সহ ৭ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং তিনটি নথি প্রদর্শন করে।

৬। আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেছেন যে-

i. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং ফার্স্ট আপিল আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তাৎক্ষণিক মামলায় লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং প্রসিকিউশন মামলার জন্য মারাত্মকভাবে মারা গেছে, বিশেষত যখন অভিযোগের অভিযুক্ত লেখক অর্থাৎ পি. ডব্লিউ. ৬, সাধু চরণ মণ্ডল স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন যে তিনি এ জাতীয় কোনও অভিযোগ লেখেননি তাই এটি নিশ্চিত করা যায় না যে তাৎক্ষণিক অভিযোগটি মামলাটি অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ সংস্করণ ছিল।

ii. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং ফার্স্ট আপিল কোর্টের তাত্ক্ষণিক মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল যে এই মামলায় ঘটনার স্থানটি সঠিকভাবে প্রমাণিত বা ঠিক করা হয়নি। কারণ অভিযুক্ত অভিযোগে অভিযোগকারী উল্লেখ করেছেন যে ঘটনাটি ঘটেছিল যখন ভুক্তভোগী ঠাকুরপুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, যেখানে আদালতে তার জবানবন্দির সময় একই সাক্ষী বলেছিলেন যে ঘটনাটি ঘটেছিল যখন তার মেয়ে ঠাকুরপুকুরে স্নান করার পরে আসছিল, ভুক্তভোগী নিজেই আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি ঠাকুরপুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন যেখানে আবেদনকারী তার শালীনতা প্রকাশ করেছিলেন। অধিকন্তু, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারার অধীনে নথিভুক্ত আনুষ্ঠানিক এফ. আই. আর-এ ঘটনার স্থানটি উল্লেখ করা হয়েছে- মহাদেবপুর গ্রাম, জে. এল. নং ২০৮, অঞ্চল নং এক্স-১ এ। সুতরাং, পি. ডব্লিউ. ১ ও পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক এফ. আই. আর এবং লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, এটি নিশ্চিত করা যায় না যে ভুক্তভোগীর (পি. ডব্লিউ.-৪) মর্যাদাহানি করার কথিত ঘটনা কোথায় ঘটেছে এবং উক্ত স্থানটি একটি নির্জন স্থান ছিল বা রাষ্ট্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী ছিল না।

iii. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে অভিযুক্তের পরীক্ষার সময় প্রমাণ হিসাবে অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলির পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি এখানে আবেদনকারীকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি কারণ তার পরীক্ষায় আবেদনকারী কেবল এই বিষয়ে রায় দিয়েছিলেন যে তিনি লতিকা মন্ডলের তারের পোশাক টেনেছিলেন এবং এইভাবে বিনয়ের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু না সেখানে উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্থান।

iV. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং সেইসাথে প্রথম আপিল আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে পি. ডাবলু. ১ তার জেরায় বলেছেন যে মীমাংসার জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্পট ভেরিফিকেশনের পর বলেছিল যে সংঘটিত কথিত স্থানে শালীনতা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। প্রতি পি. ডাবলু ২ এবং পি. ডাবলু ৩ আসনটি ঘটনার কথিত তারিখে অর্থাৎ ১৩.০৪.৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল৷ তাই এফ.আই.আর দায়ের করতে দশ দিন দেরি হচ্ছে প্রসিকিউশন মামলার জন্য মারাত্মক, বিশেষ করে যখন পি. ডাবলু ১ আনা তার মেয়ের তারের পোশাক খোলার একটি অতিরঞ্জিত গল্প, যা তিনি তার কথিত অভিযোগে আগে প্রকাশ করেননি তাই বানোয়াটের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এফ.আই.আর দায়ের করতে বিলম্বই প্রসিকিউশন মামলা প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট।লার্নড ট্রায়াল আদালত এবং সেইসাথে ফার্স্ট আপিল আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এখানে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে একজন মহিলার শ্লীলতাহানির অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী যিনি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী, তিনি এই মামলাটি তৈরি করেননি যে আবেদনকারী তার শ্লীলতাহানির অভিযোগে হয় তাকে লাঞ্ছিত করেছেন বা ফৌজদারি বল প্রয়োগ করেছেন এবং বিশেষত কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার উপর ফৌজদারি বল প্রয়োগের প্রমাণ দেওয়ার জন্য কোনও চিকিৎসা প্রমাণও সামনে আসেনি।

V. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং সেইসাথে প্রথম আপীল আদালত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে এখানে পিটিশনকারীকে অপরাধমূলক শক্তির আক্রমণের মাধ্যমে একজন মহিলার শ্লীলতাহানির অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ভিকটিম যিনি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। মামলাটি তৈরি করেছে যে আবেদনকারী তার বিনয় এবং আরও অনেক কিছুর বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য হয়রানি করেছেন বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করেছেন বিশেষ করে কোনো চিকিৎসা প্রমাণও প্রমাণিত হয়নি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার উপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ।

Vi. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের উচিত ছিল যে, আবেদনকারী চিকিৎসা প্রমাণের অভাবে ভুক্তভোগীর শালীনতার উপর আঘাত হানার অভিযোগ আনার আগে এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চিকিৎসা প্রমাণ আনার বিধান গোপন বা এড়িয়ে যাওয়ার আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে, আবেদনকারী কোনও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেননি বা কোনও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেননি।

vii. মাননীয় ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি প্রথম আপিল আদালতও ভিকটিম পি.ডব্লিউ এর প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ৪ তার সঠিক দৃষ্টিকোণ মধ্যে যেহেতু উল্লিখিত সাক্ষী আদালতে তার সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রকাশ করেছে যে দুই দিন পর সে থানায় গিয়ে বিষয়টি ওসিকে জানায়। যিনি লিখিতভাবে একই হ্রাস করেছেন এবং তার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে সালিশে কাগজ তৈরি করা হয়েছিল যা কানাই ভোল্লা লিখেছিলেন এবং প্রথমে ঘটনাটি হস্তান্তর করেছিলেন। নির্যাতিতা থানায় অভিযোগ করেছে। কিন্তু একই কথা আদালতে আনা হয়নি এবং কাগজপত্রও প্রস্তুত করা হয়নি সালিশ। আদালতের সামনে প্রসিকিউশন দ্বারা এই ধরনের নথি আটকে রাখা প্রসিকিউশন এবং উপসংহার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়নি স্ক্যান করে দেখা যাবে যে প্রসিকিউশন পরিষ্কার হাতে আসেনি যার জন্য প্রসিকিউশন কেস ভোগ করতে হবে।

viii. বিজ্ঞ বিচার আদালতের পাশাপাশি প্রথম আপিল আদালত যে পি.ডাবলু. ৪ তার জিজ্ঞাসাবাদে আরও বলেছে যে হাজরাপুকুর তাদের বাড়ির কাছাকাছি অবস্থিত তবে প্রসিকিউশন কেন তাদের বাড়ির কাছাকাছি নয় এমন একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল এবং সেখানে গোসল করা হয়েছিল কিনা তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। হাজরাপুকুর অস্বাস্থ্যকর এবং গ্রামের কেউ হাজরাপুকুরে বা গোসল করে না।

৭। রাজ্যের পক্ষে শিক্ষিত উকিল তদন্তকে ত্রুটিপূর্ণ বলে জমা দিয়েছেন এবং এটি এই আদালতের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

৮। পি. ডব্লিউ.-১, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী, ভুক্তভোগীর মা প্রাথমিকভাবে গ্রামের বৈঠকের ফলাফলের উপর নির্ভর করে অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব করেছিলেন যা ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা মতামত দিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত ঘটনার স্থানটি অভিযুক্ত অপরাধের জন্য নমনীয় এবং সংবেদনশীল হতে পারে না। পি. ডব্লিউ.-১ তার অভিযোগের বিবৃতি এবং আদালতে তার জবানবন্দি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল যে ঘটনাটি ঘটেছিল যথাক্রমে স্নান করার পথে এবং ফিরে আসার পরে এটি শেষ হওয়ার পরে।

৯। পি. ডব্লিউ.-২ এবং পি. ডব্লিউ.-৩ নির্দিষ্ট এবং অবদানমূলক কিছু জমা না দিয়ে গ্রামের সভাটি নিশ্চিত করেছিল।

১০। পি. ডব্লিউ.-৬ এবং পি. ডব্লিউ ৭ যথাক্রমে তাঁর লিখিত অভিযোগ এবং ঘটনার জ্ঞান অস্বীকার করেছে।

১১। ভুক্তভুগির শারীরিক শ্লীলতাহানির দাবির সাথে সম্পর্কিত মেডিকেল পরীক্ষা অনুপস্থিত। পরীক্ষা-প্রধান এবং জেরায় তার বিবৃতির দ্বন্দ্ব তার জবানবন্দিকে অবিশ্বস্ত বলে মনে করে।

১২। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ সালের ৪ নং ফৌজদারি আপিল নং আই. ডি. ১-এর আদেশটি রামপুরহাটের মাননীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি, বীরভূম দ্বারা পাস করা হয়, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ২ আদালত, রামপুরহাট দ্বারা জি. আর. কেস নং ১৮০/১৯৯৫ -এ প্রদত্ত রায়টি সংশোধন করা হয়। মামলা নং ময়ুরেশ্বর পি. এস. মামলা নং ৩৭/১৯৯৫ থেকে উদ্ভূত আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির -এর ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৩। ২০১৪ সালের ১৯৩৫ নং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

১৪। তদনুসারে, ২০১৪ সালের সিআরআর ১৯৩৫ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৫। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

১৬। এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য লার্নড ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

১৭। সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly